শৃঙ্খলমুক্ত একটি দিবস

কর্ণফুলী রিপোর্ট

স্বামী, সংসার আর সন্তান এগুলো নিয়েই 'সংসারী-নারী'দের জগৎ সংসার। কর্মজীবনের সিংহভাগ ব্যস্ততায় কাটে এ কয়েকটি শব্দের অবিচ্ছিন্ন উপস্থিতিতে। প্রবাসেও ফুরসুত মেলেনা সহজে, মস্তিষ্কের একটি বৃহৎ অংশ জুড়ে থাকে সর্বদা সংসার বিষয়ক চিন্তা। তিনশত পঁয়ষট্টি দিন থেকে মাত্র একটি দিন স্বামী, সংসার আর সন্তানদের ছেড়ে মুক্তবিহঙ্গের মত কাটাতে কেমন লাগে, তা পরখ করে দেখতে সিডনীবাসী কয়েকজন নারী গত হপ্তার বিশ্ব-নারী দিবসে একত্রিত হয়েছিলেন ঢাকা বেতারের প্রাক্তন উপস্থাপিকা নাসিমা আখতারের বাড়ীতে। সিডনী মহানগরের পশ্চিমাঞ্চলের একটি আবাসিক এলাকায় (ল্যুমিয়া) ঘন সবুজ গাছ-গাছালির ছায়াতে সিডনীর বিখ্যাত্ব উপস্থাপিকা নাসিমার বাড়ী। অভিনব এই সমাবেশে কোন পুরুষের (স্বামী, ছেলে) সেদিন উপস্থিতি ছিলনা। স্বামীদের কর্তৃত্ব ও দৈনিক সাংসারিক-ঝাকুনি ছাড়া এ কয়েকজন নারী বেশ আনন্দ ও হৈহল্লুড করে দিনটি কাটিয়েছিল। পুরুষহীন এই ঘরোয়া নারী সমাবেশে কয়েকজন বাংলাদেশীর সাথে সেদিন যোগ দিয়েছিল কয়েকজন ভীনদেশী নারী। একজন এসেছেন দোহা-কাতার থেকে এবং অন্যজন কৃষ্ণদেশ ইথিওপিয়া থেকে। সেদিনের আড্ডায় প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ কোনভাবেই কেউ 'পুরুষ প্রসংগ' টেনে আনেনি। সতত জড়িয়ে থাকা সাংসারীক ঝুট-ঝামেলাগুলোকে অন্তত সেদিনটির জন্যে তারা সকলে আঁচল থেকে খুলে রাখেন। মস্তিষ্কের 'হার্ড ডিস্ক' এ অবস্থিত 'স্বামী ও সংসার' নামের ফোল্ডারটি নারী দিবসে তারা খোলেনি। বিচিত্র এ অভিজ্ঞতা দিয়ে সেদিন কিছুক্ষনের জন্যে হলেও প্রবাসে তারা একটিখন্ড 'নারীস্থান' সেদিন সৃষ্টি করেছিল। আর এ অভিনব আয়োজন ও উদ্যেগের সকল সাধুবাদটি সঞ্চিত হয় সিডনীবাসী সুকণ্ঠি উপস্থাপিকা নাসিমা আখতারের কৃতিত্বের ভান্ডারে।

স্বামীর বুকে নয়, বিশ্বনারী দিবসে 'নারীস্থানে' একই বাঁটে হাত রেখে কোমল ও সুমিষ্ট কেকের বুকে মসৃন ছুরি চালাচ্ছেন কয়েকজন প্রগতিশীল নারী। বাঁ থেকে ভেরোনিকা আমিন, অদিতি হালদার, মুমতাজ বেগাম(দোহা-কাতার), নাসিমা আখতার, শাহিদা আরা এবং এসটের টেডেসী (ইথিওপিয়া)